STOP
ATROCITIES
ON
MINORITIES

পরিষদ বার্তা

মার্চ ২০১৬
নবপর্যায় ৩৫
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

যুক্তরাষ্ট্র সকল নাগরিকের সমান অধিকার চায় : সারাহ সুয়েল

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ড. সারাহ সুয়েল বলেছেন, বাংলাদেশে সব ধর্মের নাগরিকদের প্রতি আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত হওয়া উচিত। যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণ করে তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি কোনোভাবে কাম্য হতে পারে না। অবশ্যই তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। ড. সুয়েল বাংলাদেশ সফরের এক পর্যায়ে গত ৩০ মার্চ ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়ের পর অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কাছে একথা বলেন। তিনি ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকেটসহ মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন নেতৃবৃন্দ। মতবিনিময়ে বাংলাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক উঠে আসে। এ সময় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সিনিয়র সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথ, প্রাক্তন সভাপতি স্বপন কুমার সাহা, ঐক্য

পৃষ্ঠা ৭

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিন

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে ভারত। গত ২ মার্চ নয়াদিলিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে বৈঠককালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এ আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মাহমুদ আলীর সঙ্গে বৈঠকে সুষমা স্বরাজ

বিবৃতিতে বলা হয়, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী ভারতকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, কট্টর গোষ্ঠীর এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধে করণীয় সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার সচেতন। আর বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রগতিশীলতা ও উদারপন্থিদের রক্ষায় সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সুষমা স্বরাজের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে পানি সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনাসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সুষমা স্বরাজ পঞ্চগড়ে গৌড়ীয় মঠ প্রধানকে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগের কথা জানান।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাহমুদ আলী মূলত ভারতের থিঙ্কট্যাঙ্ক আয়োজিত অনুষ্ঠান 'রাইসিনা ডায়ালগ'-এ অংশ নিতে নয়াদিলি- সফর করেন। রাইসিনা ডায়ালগ ভারতের শীর্ষ আন্তর্জাতিক ডায়ালগ। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ৪০ দেশের সাড়ে চারশো প্রতিনিধি এই ডায়ালগে অংশ নেন। ওই ডায়ালগে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এদিকে, ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে দুই দেশের ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সামনে এগিয়ে নিতে আলোচনা করেছেন দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তাদের বৈঠকের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বিকাশ স্বরূপ এক টুইটে বাংলাদেশকে অসাধারণ প্রতিবেশী ও গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু বলে উলেখ করেছেন।

বাড়ি ছেড়েছেন মহিলারা। গন্তব্য কোথায় ?

ছবি : পরিষদ বার্তা

নৌকায় ভোট দিয়ে বাড়ি ছাড়া একশো হিন্দু পরিবার

॥ সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ॥

আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে এখন বাড়ি ছাড়া সাতক্ষীরার আশাশুনির চার গ্রামের প্রায় ১শ হিন্দু পরিবার। জীবনের ভয়ে ছেলেরা বাড়ি থাকতে পারছে না। আর বাড়িতে থাকতে ভয় পাচ্ছেন ষোড়শী ও গৃহবধূরা।

রাতে হঠাৎ তাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে। প্রকাশ্যে মেয়েদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

'আমরা এখন কি করব? ছেলেদের হত্যার হুমকি, আর মেয়েদের ধর্ষণের। এখানে থাকলে ছেলেদের হত্যা করা হবে, আর মেয়েরা হারাবে ইজ্জত। কি অপরাধ আমাদের? আমাদের অপরাধ একটাই। আমরা নৌকায় ভোট দিয়েছি।' কথাগুলো বলেন আশাশুনি উপজেলার ঠাকুরাবাদ গ্রামের বৃদ্ধা হাজারী দাসী (৭০)।

তিনি আরো বলেন, জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনাকে আমরা মা মনে করি। সারাবাংলার মা আমাদের শেখ হাসিনা। সেই মা ক্ষমতায় থাকতে তার মনোনীত প্রতীকে ভোট দিয়ে এখন দিশেহারা আমরা।

আশাশুনি থানার ঠাকুরাবাদ গ্রামে গেলে সাংবাদিকদের সামনে কান্নাজড়িত কণ্ঠে এসব কথা বলেন হাজারী দাসীসহ একই এলাকার মাধবী সরকার, প্রমিলা সরকার (৫৫) ও সুজিতা সরকার প্রমুখ। সাংবাদিকদের দেখে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসেন তারা। তারা বলেন, 'বাবা আপনারা আমাদের নির্যাতনের কথাগুলো আমাদের মায়ের কান পর্যন্ত পৌঁছে দিন। তিনি যদি আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেন, চলে যাব। আমরা আর এ নির্যাতন সইতে পারছি না।'

পৃষ্ঠা ২

সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে যথাযথ প্রশাসনিক, রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। গত ৫ মার্চ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বিগত বছরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর এক প্রতিবেদন প্রকাশকালে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত এ কথা বলেন। এ সময় কেন্দ্রীয়

প্রতিবেদন পঞ্চম ও ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়

পৃষ্ঠা ৬

সর্বোচ্চ আদালতের রায়

রাগীব আলী ও ছেলে সিলেটে তারাপুর চা বাগানের অবৈধ দখলদার

॥ আদালত বার্তা পরিবেশক ॥

অবৈধ সম্পদের কথিত 'দানবীর' সিলেটের রাগীব আলী ও তার ছেলে আবদুল হাই বহুল আলোচিত তারাপুর চা বাগানের কেউ নন। তারা জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তথাকথিত লিজের কথা বলে চা বাগানটি এতদিন অবৈধভাবে দখলে রেখেছিলেন। রাগীব আলী বা তার ছেলে দেবোত্তর এ সম্পদের মালিক অথবা উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। কারণ হিন্দু ধর্মের সেবায়েত কখনও অন্য ধর্মাবলম্বীর হওয়ার বিধান নেই। বাগানটি অবৈধ দখলে রেখে চা রফতানির মাধ্যমে আয়কৃত টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা বৈধ সেবায়েতের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। রায়ে রাগীব আলী ও তার ছেলে আবদুল হাইয়ের অবৈধ দখলে থাকা তারাপুর চা বাগানের রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসহ সব স্থাপনা অপসারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সব স্থাপনা উচ্ছেদে সময় দেয়া হয়েছে ৬ মাস। এসব স্থাপনা অপসারণের পর উচ্ছেদকৃত স্থানে পুনরায় চা বাগান করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে রায়ে। এছাড়া রাগীব আলীর বিরুদ্ধে করা আরও দুটি মামলা দ্রুত পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪৮ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়ে ১৭টি নির্দেশনা ও মন্তব্য রয়েছে উচ্চ আদালতের। সম্প্রতি পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে,

৫ কোটি টাকা সেবায়েতের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেয়ার নির্দেশ

রাগীব আলীর ছেলে আবদুল হাই বাগানের মালিকানা দাবি করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালে উচ্চ আদালতে রিট করেন। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ১২ ও ১৯ জানুয়ারি শুনানি শেষে বহুল আলোচিত এ রিটের রায় দেন।

রায়ে বলা হয়েছে, হিন্দু দেবতার সেবায়েত দাবি করে রাগীব আলী সরকারের কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩০ লাখ ৭৬ হাজার ১৮৯ টাকা ২০ পয়সা উত্তোলন করেন, যা অবৈধ ও এখতিয়ারবহির্ভূত। রায়ের কপি হাতে পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে এ টাকা বৈধ সেবায়েতের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে বলা হয়েছে।

আদালতের ১৭ দফা নির্দেশনায় বলা হয়েছে ধর্মীয় উপাসনালয় বা ট্রাস্ট যখন গঠন হয় তখন তা উৎসর্গ হয় দেবতার নামে। তারাপুরে হিন্দু দেবতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই হিন্দু দেবতার সেবায়েত কখনও অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে পারেন না, যদিও তিনি কো-ট্রাস্টি। অতএব আপাতদৃষ্টিতে দেবতাই সম্পত্তির মালিক। সেবায়েতের অফিস ধর্মীয় কাজেই ব্যবহৃত হবে। প্রতিষ্ঠিত দেবতার অন্য ধর্ম বিশ্বাসীরা সেবা করতে পারেন না। ফলে দেবতার নামে দানপত্র অভিযুক্ত সেবায়েত কর্তৃক ৯৯ বছরের লিজ দেয়া অবৈধ। নির্দেশনায় বলা

পৃষ্ঠা ২

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত

॥ সিলেট প্রতিনিধি ॥

জালজালিয়াতির মাধ্যমে অন্যের সম্পত্তি দখল করেছিলেন কথিত 'দানবীর' রাগীব আলী ও তার ছেলে আবদুল হাই। চা-বাগান ধ্বংস করে তারাপুরে গড়েছেন মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বহুতল ভবন; বিক্রি করেছেন পট। আপিল বিভাগের রায়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে তা। এ রায়ের খবর কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে তোলপাড় শুরু হয় দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ সিলেটে। রাগীব আলীর মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার প্রসঙ্গই এখন এখানে 'টক অব দ্য টাউন'। সুশীল সমাজ, পেশাজীবী ও রাজনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ- সবাই এ রায়কে যুগান্তকারী বলেছেন। রায় দ্রুত বাস্তবায়নের জোর দাবি জানিয়েছেন তারা। আহ্বান জানিয়েছেন রায় বাস্তবায়নকারী সব মহলকে তৎপর হওয়ার।

শুধু তাই নয়, সিলেট নগরীর প্রাণকেন্দ্রে সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূমি দখল করে রাগীব আলীর মালিকানায় গড়া মধুবন সুপার মার্কেট নির্মাণ প্রসঙ্গও এদিন উঠে আসে আলোচনায়। আলোচিত হচ্ছে অর্থবিত্ত, প্রভাবের জোরে দক্ষিণ সুরমার ঐতিহ্যবাহী তালেবপুরের নাম বদলে 'রাগীব নগর' করার পাঁয়তারাও। সব শ্রেণী-পেশার মানুষ দাবি জানিয়েছেন এসবসহ রাগীব আলী ও ছেলের দখল করা সব ভূমি ও তার ওপর গড়া অবৈধ স্থাপনা অপসারণের।

তারাপুর বাগানের মালিক রাগীব আলী বা তার ছেলে আবদুল হাই নন বলে রায় দেন আপিল বিভাগ। বিশেষক ও পেশাজীবীরা বলছেন, এ রায় দেবোত্তর বা অর্পিত সম্পত্তি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধারে পথনির্দেশকের ভূমিকা রাখবে।

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, যুগান্তকারী এ রায়ে সিলেটবাসী এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসীদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার আইনের শাসন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর- এই রায় তারই প্রতিফলন। রায় বাস্তবায়নে দায়িত্বশীলরা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমার বিশ্বাস। এতে সব মহলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট বদরুজ্জামান সেলিম বলেন, যেহেতু সর্বোচ্চ আদালতের রায়, সেহেতু সংশ্লিষ্টদের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। দ্রুত যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত।

সিপিবির সভাপতি অ্যাডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য বলেন, এ রায় একটি যুগান্তকারী রায়। বড় বড় লুটপাটের ঘটনা এ রায়ের ফলে নিরুৎসাহিত হবে। ১৯৭৩ সালের ৮নং আইনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আইন বাতিল করে দেয়ার ফলে দেবোত্তর সম্পত্তি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও আইনহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তা থেকে উত্তরণের একটি নির্দেশনা এর মাধ্যমে পাওয়া গেল। তিনি আরও বলেন, রায়ের ভাষ্য অনুযায়ী এ রায় বাস্তবায়নের দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যে কোনো দেবোত্তর কিংবা জনগণের প্রতিষ্ঠান লুটপাট হওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভূমিকায় পরিচালক বা সেবায়েতের একাংশ এবং জেলা প্রশাসনের মধ্যে এক ধরনের অসৎ স্বার্থের যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। সর্বোচ্চ আদালতের এ যুগান্তকারী রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি যাতে না হয় সেটা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রে ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা সরকার, সরকারি দল এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের জন্য বিপর্যয়কর হবে।

জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট এমাদ উলাহ শহীদুল ইসলাম শাহীন বলেন, বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচ্য রায় থেকে ১৭টি নির্দেশনা এসেছে। তার মধ্য দিয়ে সিলেটের মানুষ বিশেষ করে চা ও রাবার শ্রমিক, পরিবেশবাদীদের প্রত্যাশা ও আকাংখা প্রতিফলিত হয়েছে। এ রায় শিগগিরই বাস্তবায়ন হবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি অভিযোগ করেন, শহরতলির সব চা বাগান বিশেষ করে মালনিছড়া, লাক্কাতুড়া, আলী বাহার, বড়জান, খাদিম এবং কালাগুল বাগানগুলোর চা-ভূমি অধিক মূল্যে আবাসন প্রকল্পসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক কাজে অপব্যবহার করা হচ্ছে। সেগুলোও এ রায়ের আলোকে পুনরুদ্ধার করা উচিত বলে মনে করি। বড়জান বাগানের ভূমিতে দিগন্ত আবাসিক এলাকা নামে বাণিজ্যিক প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। খাদিম বাগানেও সুখতারা নামে বিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক অ্যাডভোকেট মৃত্যুঞ্জয় ধর ভোলা বলেন, এ রায়ের মাধ্যমে সারা দেশে বেদখল হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তারাপুর চা বাগানের বেদখল হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে তিনি সব মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। উদীচী সিলেটের সাবেক উপদেষ্টা বাদল কর বলেন, যুগান্তকারী এ রায় দেবোত্তর বা অর্পিত সম্পত্তি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধারে ভূমিকা রাখবে। তাই দ্রুত রায় বাস্তবায়ন করার দাবি জানান তিনি।

সিলেটের জেলা প্রশাসক জয়নাল আবেদীন বলেন, সুপ্রিমকোর্টে আপিল বিভাগের রায়ের কপি এখনও পাইনি। রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি পাওয়ার পর আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

রক্ষকের নামে ভক্ষক : ভূমি অফিসের রেকর্ড অনুযায়ী, তারাপুর চা বাগানের মূল মালিক ছিলেন বৈকুণ্ঠ চন্দ্র গুপ্ত। ১৯১৫ সালে তিনি ৪২২ একরের এ সম্পত্তি শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জীউ দেবতার নামে লিখিতভাবে উৎসর্গ করেন। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত দেবতার মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন বৈকুণ্ঠ। তিনি মারা যাওয়ার পর উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলে রাধালাল গুপ্ত মন্দিরের সেবায়েত হন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে রাধালালসহ পরিবারের ৭ জন শহীদ হন। তবে রাধালালের ছেলে পংকজ গুপ্ত বেঁচে যান। মন্দিরের সেবায়েত হন পংকজ। পরে শহীদ পরিবারের একমাত্র এ উত্তরাধিকারী ভূসম্পদ, বাগান ও মন্দির ফেলে দেশত্যাগে বাধ্য হন। তিনি এখন ভারতের কলকাতায় রয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে পংকজ গুপ্ত দাবি করেছেন, প্রাণ রক্ষার্থে তিনি দেশত্যাগে বাধ্য হন। রাগীব আলী জালজালিয়াতির মাধ্যমে নানা কাগজপত্র তৈরি করেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, পরিবারের সবাই শহীদ হলে অনেকটা একা হয়ে পড়েন পংকজ। তাছাড়া তিনি ব্যস্ত ছিলেন পড়াশোনায়। তখন দেখাশোনার নাম করে বাগান ও মন্দির গ্রাস করেন রাগীব আলী।

এর আগে মেঘালয়ের পাদদেশে গড়ে ওঠা লোভাছড়া চা বাগানও দখল করেছিলেন রাগীব আলী। ওপরে চা বাগান, মাটির নিচে পাথরের খনি। ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত বাগানটির মালিক ব্রিটিশ নাগরিক জেমস লিও ফার্গুসন। ডাকনাম নানকা। একাত্তরের এ বীর মুক্তিযোদ্ধা একবার চেয়ারম্যানও ছিলেন কানাইঘাটের লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নের। এক পর্যায়ে নানকার সঙ্গে চুক্তির কথা বলে লোভাছড়া চা বাগান দখলে নেন রাগীব আলী। ৩৩ লাখ টাকা ঋণ দিয়ে কিনে নেয়ার প্রচারণা চালান। যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে বাগানের মালিক নানকা লোভাছড়া ফেরত নিতে চান। তখন নানকার বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা করেন রাগীব আলী। তাছাড়া ১১ বছরেও কোনো হিসাব দেননি রাগীব আলী। অবশেষে ২০১৪ সালের নভেম্বরে চা বাগানের শ্রমিক ও জনতা রাগীব আলীর নিয়োগ করা লোকজনকে লোভাছড়া থেকে পিটিয়ে বিদায় করে। দখল ফিরে পান বীর মুক্তিযোদ্ধা নানকা। তিনি বলেন, রাগীব আলী আপাদমস্তক একজন জালিয়াত ও ভূমিখেকো। তিনি অন্যের স্বাক্ষর, সরকারি অফিসের নথি, সরকারের স্মারক জাল করে এসব অপকর্ম করে যাচ্ছেন।

লোভাছড়ার মতো তারাপুরও রাগীব আলীমুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় এখন রয়েছেন সিলেটের মানুষ। রাগীব ও তার ছেলের গড়া অবৈধ স্থাপনার বদলে সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী অবিলম্বে সেখানে ছায়াঘেরা সবুজ চা-বাগান দেখতে চান তারা।

সর্বোচ্চ আদালতের রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে, যেহেতু কথিত লিজগ্রহীতা ও সেবায়েত বৈধ নন, তাই আগামী ৬ মাসের মধ্যে মেডিকেল কলেজ-হাসপাতাল, ছাত্রাবাস, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হাউজিংসহ সব স্থাপনা সরিয়ে নিতে হবে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে সুবিধাজনক ভালো একটি স্থানে স্থানান্তর করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কোনো অসুবিধা না হয়। এর প্রয়োজনীয় সব খরচ রিট পিটিশনারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে দিতে হবে। এজন্য তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে হবে। তারাপুর চা বাগান থেকে মেডিকেল-হাসপাতাল, বাসাবাড়ি, বাণিজ্যিক ভবন, হাউজিং উচ্ছেদ করে সেখানে নতুন করে চা বাগান সৃজন করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে পূর্বাবস্থা। এছাড়া দাতার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু দেবতা আগের স্থানে স্থাপন করতে হবে, যদি তা সরানো হয়ে থাকে। উচ্চ আদালতের এ রায় রিট পিটিশনার আবদুল হাইয়ের হাতে পৌঁছানের এক মাসের মধ্যে তারাপুর চা বাগান হিন্দু দেবতার প্রকৃত সেবায়েতের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এসব নির্দেশনা অনুযায়ী বাগানের মালিকানা হস্তান্তর ও স্থাপনা সরিয়ে নেয়া না হলে দেবতার সেবায়েত, পুলিশ প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশনকে যৌথভাবে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উচ্ছেদসংক্রান্ত সব ব্যয় রিট পিটিশনার আবদুল হাই ও তার বাবা রাগীব আলীর কাছ থেকে আদায়ের জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হিন্দু দেবতার বৈধ সেবায়েতের অনুপস্থিতিতে সিলেট শহরের ১০ জন যাজকের মতামত নিয়ে একজন সেবায়েত নিযুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসককে বলা হয়েছে। রিটকারীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ আদেশ মানতে ব্যর্থ হলে আইনগত ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, রিট পিটিশনারদের বিরুদ্ধে সিলেট কোতোয়ালি থানায় ২০০৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ও একই বছরের ২ নভেম্বর দায়েরকৃত জালিয়াতি মামলা দুটি দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত।

২০১৪ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় দৈনিকে "অবৈধ সম্পদের 'দানবীর' সিলেটের রাগীব আলী" শীর্ষক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। অনুসন্ধানে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তারাপুর বাগানসহ প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার জমি আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ১৯১৫ সালের ২ জুলাই বৈকুণ্ঠ চন্দ্র গুপ্ত তাঁর তারাপুর চা বাগানসহ সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জিউড় দেবতার নামে রেজেস্ট্রি দানপত্র করে দলিল করেন। তখন থেকে এ সম্পত্তি দেবোত্তর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এরও আগে বাগানটি তৎকালীন আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত জনসন অ্যান্ড কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বৈকুণ্ঠ চন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্র লাল গুপ্ত এ সম্পত্তির সেবায়েত নিযুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজেন্দ্র গুপ্ত প্রাণ হারালে তার ছেলে পংকজ কুমার গুপ্ত বাগানটির সেবায়েত নিযুক্ত হন। পংকজ গুপ্ত ভারত চলে গেলে কথিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি মূলে দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েত বনে যান রাগীব আলীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দেওয়ান মোস্তাক মজিদ। একজন মুসলমানকে দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েত করা হয় 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে। পরে মোস্তাক মজিদ রাগীব আলীর ছেলে আবদুল হাইকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেন বাগানটি।

নৌকায় ভোট দিয়ে বাড়ি ছাড়া একশো হিন্দু পরিবার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'আমরা আশাশুনি উপজেলা চেয়ারম্যান এবিএম মোস্তাকিম বাহিনীর কাছে জিম্মি হয়ে আছি। আমাদের রক্ষা করুন। তা না হলে আমাদের ভারতে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।'

এ ধরনের কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন গান্ধারী (৬৫) নামে এক বৃদ্ধা।

এ সময় ভুক্তভোগীদের আর্তনাদে সংবাদকর্মীরা হতবাক হয়ে যান। তারা জানান, বিগত ইউপি নির্বাচনে নৌকা প্রতীক পান উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম পিন্টু।

অপরদিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিমের প্রার্থী হিসেবে চশমা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন স.ম সেলিম রেজা মিলন। নির্বাচনে তিনি নৌকা প্রতীককে হারাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। লিপ্ত হন বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে।

এদিকে আশাশুনির বলাবাড়িয়া, গাইয়াখালী, হাঁসখালী ও ঠাকুরাবাদ গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় আশাশুনি উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তাকিম মনোনীত প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে এক চেটিয়া নৌকা প্রতীকে ভোট প্রদান করেন বলে এলাকাবাসী জানান। কিন্তু বিধিবাম নৌকা প্রতীক বিজয়ী হতে পারেননি। ভোটের পরদিন উপজেলা চেয়ারম্যানের লোকজন ওই এলাকার হিন্দু পরিবারগুলোর উপর বিভিন্নভাবে হুমকি-ধামকি প্রদান করতে থাকে।

ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মঙ্গল চন্দ্র সরকারের নেতৃত্বে অর্জুন সানার ছেলে সমরেশ সানা, জনার্দন সানার ছেলে রবীন্দ্র সানাসহ ২০/২৫ ইউনিয়নের ঠাকুরাবাদ, গায়াখালী, বলাবাড়িয়া, হাঁসখালী গ্রামে রামদাসহ বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন ঠাকুরাবাদ এলাকার বাসিন্দারা। এসব গ্রামের মানুষগুলো প্রায় বাড়িছাড়া। ঠাকুরাবাদ গ্রামের কয়েকশ পুরুষ-মহিলা মানববন্ধন করে এঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

অপরদিকে একই অভিযোগ পাওয়া গেছে বলাবাড়িয়া গ্রামে। ঠাকুরাবাদের মানববন্ধন শেষে বলাবাড়িয়া গ্রামে গিয়ে জানা যায়, জীবনের ভয়ে ইতোমধ্যে ডা. সুশীল চন্দ্র মণ্ডল ভারতে পাড়ি জমিয়েছেন।

বলাবাড়িয়া গ্রামের ঊষা রাণী (৬০), ঋতিশ (৫৫), বলব চন্দ্র সরকার (৮০) জানান, রাতে মঙ্গলবাহিনীর রামদা মহড়ায় আমরা শঙ্কিত। এর আগে দুপুর বারটার দিকে আশাশুনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হামলার শিকার গাইয়াখালি গ্রামের গৌরপদ মণ্ডল (৪০) এর সাথে কথা হয়। তিনি জানান, নৌকায় ভোট দিয়ে আমি অপরাধ করেছি। আমাকে বেধড়ক পিটিয়ে পরে গলা টিপে হত্যা করতে গিয়েছিল। আমি হাসপাতালে আসলেও হামলাকারীদের ভয়ে স্বজনরা আমাকে দেখতে আসতে পারছে না। এব্যাপারে আশাশুনি থানার অফিসার ইনচার্জ-এর কক্ষে গিয়ে বলাবাড়িয়াসহ ৪টি গ্রামের সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাসী হুমকির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান অভিযোগ সত্য নয়। দু'জন মেম্বর প্রার্থীর মধ্যে উত্তেজনা ছিল এখন তাও নেই।

এ ঘটনায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এড. শহিদুল ইসলাম পিন্টু স্বাক্ষরিত প্রেস ব্রিফিংয়ে আশাশুনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ.বি.এম মোস্তাকিমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পিন্টু নির্বাচনে নৌকা প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নেয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিকে দল থেকে বহিষ্কারের জন্য দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্র সকল নাগরিকের সমান অধিকার চায়

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে নিরীহ মানুষ ও বগার হত্যার বিষয়ে বলেন, বাংলাদেশে যেসব নিরীহ মানুষ ও বগারদের হত্যা করা হয়েছে, এটা শুধু বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আক্রমণ নয়, এটা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার প্রতিও আক্রমণ।

আদিবাসী নারী সম্মেলনে সন্তু লারমা

সরকার গণতান্ত্রিক হলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হতো

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা বলেছেন, বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক হলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হতো। এ চুক্তি বাস্তবায়ন না করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

সন্তু লারমা বলেন, 'কখনো উপজাতি, কখনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আবার সাংবিধানিকভাবে আমরা বাঙালি। তাই আদিবাসী নারীদের নিয়ে সরকার কী ভাবছে, তা-ও দেখতে হবে।'

রাজধানীর আসাদগেটে সিবিসিবি মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী তৃতীয় জাতীয় আদিবাসী নারী সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে তিনি এ কথা বলেন। সন্তু লারমা বলেন, 'আদিবাসী নারীরা শুধু পরিবারেই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবেও বৈষম্যের শিকার। হীন মানসিকতায় আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি প্রতিনিয়ত সহিংসতা বাড়ছে। পার্বত্য অঞ্চলে সেনানিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আদিবাসী নারীদের ভয়ভীতি নিয়ে চলতে হয়। আমরা হারিয়ে যাচ্ছি, আমাদের বিলুপ্ত করা হচ্ছে। তাই নির্যাতন প্রতিরোধে নিজেদের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।' সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি নারী আন্দোলনকে শুধু বিষয়ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করারও পরামর্শ দেন সন্তু লারমা।

'আদিবাসী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসুন' শ্লোগান সামনে রেখে এ সম্মেলন আয়োজিত হয়। বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক ও কাপেং ফাউন্ডেশন এ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সহায়তা করেছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এর আগে তিনি অতিথিদের নিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন। সম্মেলনের এ পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক মিনু ম্রং। বক্তব্যে আয়শা খানম নারী আন্দোলনের সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীদের সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেন।

চাকমা সার্কেলের চাকমা রানি য়েন য়েন বলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীরা দুভাবে নির্যাতনের শিকার। একটি হচ্ছে তাঁরা জাতিগতভাবে, দ্বিতীয়ত তাঁরা নারী হিসেবে অন্য নারীদের তুলনায় বেশি নিপীড়নের শিকার।

ইউএন উইমেনের কর্মসূচি সমন্বয়ক তপতী সাহা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি সমন্বয়ক ওয়াসিউর রহমান, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক চৈতালী ত্রিপুরা প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

সম্মেলনে পাহাড়, সমতল এবং ঢাকায় অবস্থানরত চাকমা, সাঁওতাল, মারমা, ত্রিপুরা, ওঁরাও, রাখাইন, গারো, হাজং, খাসি, পাহাড়িয়া, রবিদাস, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, মাহাতো, বর্মণ, খিয়াং, মুন্ডা, চাকসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রায় দুই শতাধিক নারী যোগ দেন।

সীতাকুণ্ড ঐক্য পরিষদ নেতা দীপক দে'র হত্যার প্রতিবাদে সমাবেশে অভিযোগ

প্রশাসন রহস্যজনক ভূমিকা পালন করছে

দীপক চন্দ্র দে'র হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন।

ছবি : পরিষদ বার্তা

॥ সীতাকুণ্ড থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

সীতাকুণ্ড হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপক চন্দ্র দে'র হত্যার প্রতিবাদে গত ২৫ মার্চ শুক্রবার সকালে সীতাকুণ্ড পৌর সদরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সীতাকুণ্ড হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, উপজেলা পূজা কমিটি, খেলাঘর ও জন্মাষ্টমী পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক রণজিত কুমার দে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীপক দে সীতাকুণ্ডে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকমহলে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার লাশ উদ্ধারের পর আমরা প্রশাসনকে ২৪ ঘন্টা সময় দিয়েছিলাম মৃত্যুরহস্য উদঘাটনের জন্য। আমরা বলেছিলাম, এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, কেন দীপক দে কে নৃশংসভাবে প্রাণ দিতে হল, সেটা খুঁজে বের করুন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রশাসন হত্যারহস্য উদঘাটন তো করেইনি, বরং হত্যাকাণ্ড নিয়ে রহস্যজনক ভূমিকা পালন করছে।

বক্তারা আরো বলেন, হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘসময় অতিবাহিত হলেও পুলিশ কোনো আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এজন্য আমরা ধর্মীয় ও সংস্কৃতিকর্মীরা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছি। আমরা পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছি। দীপক দে'র হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারপূর্বক কঠোর শাস্তির দাবি জানান তারা। বক্তারা প্রশাসনের দোদুল্যমানতা ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং অত্যন্ত দ্রুত খুনিদের গ্রেফতারে ব্যর্থ হলে কঠোর ও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা দেন।

ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব কুমার দে'র সঞ্চালনায় মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ইন্দুনন্দন দত্ত।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ঐক্য পরিষদ সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট অজিত নারায়ণ অধিকারী, যুগ্ম সম্পাদক ধীলন ধর, সীতাকুণ্ড সাংস্কৃতিক পরিষদের সভানেত্রী সুরাইয়া বাকের, সীতাকুণ্ড স্রাইন কমিটির সদস্য প্রদীপ ভট্টাচার্য, ন্যাপ চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি সন্তোষ চৌধুরী, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক দ্বিজেশ চন্দ্র নাথ, সীতাকুণ্ড ঐক্য পরিষদের সভাপতি পংকজ কুমার নাথ, ফটিকছড়ি ঐক্য পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক অমর বিকাশ নন্দী, মিরসরাই ঐক্য পরিষদ সভাপতি নুপুর ধর, সীতাকুণ্ড পূজা উদযাপন পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জিত সাহা, সম্পাদক স্বপন কুমার বণিক, পরিষদের সাবেক সম্পাদক দীপক ভট্টাচার্য, সাংবাদিক লিটন চৌধুরী, পৌর কাউন্সিলর দিদারুল আলম এ্যাপেলো, প্রয়াত দীপক চন্দ্র দে পুত্র আকর দে পিনাক, চট্টগ্রাম খেলাঘরের অর্থ সম্পাদক মোরশেদুল আলম চৌধুরী, সীতাকুণ্ড মেঘমলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তপন মজুমদার, বাংলাদেশ মাইনরিটি পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি অমরেন্দ্র মলিক, মুক্তিযোদ্ধা মানিক লাল বড়ুয়া, প্রধান শিক্ষক রূপন চন্দ্র দে, সীতাকুণ্ড ঐক্য পরিষদ সদস্য মিন্টু মলিক, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ সভাপতি সুজিত পাল, শিক্ষক সুধীর চন্দ্র নম, এ্যাডভোকেট মিহির মজুমজার, ডা. সজল কুমার শীল, সীতাকুণ্ড রামঠাকুর আশ্রম সভাপতি সুনির্মল সেন লিটন, বিষ্ণুচরণ দাশ, আওয়ামী লীগ নেতা রতন মিত্র, দীপক সাহা, আর সি দাশ রবিন, সুবোধ মণ্ডল, অশোক কুমার দত্ত, ভগীরথ চন্দ্র দে, কাঙ্গাল কৃষ্ণ জলদাস প্রমুখ। প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল সীতাকুণ্ড থানা সদর প্রদক্ষিণ করে।

এবার একই কায়দায় কুড়িগ্রামে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে খুন

॥ কুড়িগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

এবার কুড়িগ্রামে এক ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর নাম হোসেন আলী (৬৮)। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। ১৯৯৮ সালে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন বলে জানিয়েছেন তাঁর ছেলে রাহুল আমিন আজাদ।

গত ২২ মার্চ সকাল সাতটার দিকে কুড়িগ্রাম শহরের গাড়িয়ালপাড়ায় বাড়ির সামনের সড়কে হোসেন আলীকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোটরসাইকেলে করে আসা তিন দুর্বৃত্ত ঘটনার পর ককটেল ফাটিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পালিয়ে যায়।

কুড়িগ্রামের পুলিশ সুপার তবারক উল্লাহ বলেন, এই হত্যায় উগ্রপন্থীরা জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এর আগে একইভাবে মোটরসাইকেলে করে এসে দুর্বৃত্তরা ঢাকায় ইতালীয় নাগরিক সিজার তাবেলা, রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি ও পঞ্চগড়ে দেবীগঞ্জ উপজেলায় মঠপ্রধান যজ্ঞেশ্বরকে হত্যা এবং দিনাজপুরে খ্রিস্টান ধর্মযাজককে হত্যার চেষ্টা করে। প্রতিটি ঘটনায় একটি মোটরসাইকেলে তিনজন করে দুর্বৃত্ত অংশ নেয়।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানান, হোসেন আলী অন্যান্য দিনের মতো এদিনও সকালে হাঁটতে বের হন। বাড়ি থেকে প্রায় আড়াইশ গজ দূরে কুড়িগ্রাম-মোগলবাসা সড়কে আশরাফিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেল তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। তিনজন আরোহীর মধ্যে চালকের মাথায় ছিল হেলমেট। মোটরসাইকেলে দুজন আরোহী ধারালো অস্ত্র দিয়ে হোসেন আলীর ঘাড়ে ও পিঠে কোপাতে থাকে।

আবদার হোসেন নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, হোসেন আলীর চিৎকারে পাশের একটি কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে এলে তাদের লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা। এরপর তারা আশরাফিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে কলেজপাড়া ও তালতলা হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন আবদার হোসেন সামনে পড়লে তাকে দুর্বৃত্তরা ছোরা নিয়ে ধাওয়া করে ও একটি ককটেল ফাটায়। এরই মধ্যে স্থানীয় লোকজন বেরিয়ে এসে দুর্বৃত্তদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা আরও একটি ককটেল ফাটিয়ে পালিয়ে যায়।

কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক নজরুল ইসলাম বলেন, হোসেন আলীর পিঠে দুটি আঘাতের চিহ্ন আছে। এ ছাড়া মূল আঘাতটি ছিল ঘাড়ের মাঝামাঝি স্থানে। এতে ঘাড়ের দুটি রক্তনালি কেটে যাওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুড়িগ্রাম জেলার খ্রিস্টান ধর্মযাজক ফোরকান আল মসিহ প্রথম আলোকে বলেন, তিনি প্রায় ১৮ বছর আগে হোসেন আলীর বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন। ১৯৯৮ সালে হোসেন আলী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। সম্প্রতি হোসেন আলী সহকারী যাজক হিসেবে কাজ করছিলেন।

হোসেন আলীর ছেলে রাহুল আমিন বলেন, 'বাবা কোনো দরকার ছাড়া বাড়ি থেকে বের হতেন না। বাড়িতেই ধর্মচর্চা করতেন। ধর্মান্তরিত হওয়া নিয়ে মা, আমি ও ছোট বোন নাসিমা বেগম বাবার পক্ষে ছিলাম। বড় বোন হাসিনা বেগম তা মানতে পারেনি।' তিনি বলেন, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের বাড়িতে ভাড়ায় ওঠেন এক যুবক। তিনি নাম বলেছিলেন আবুল বাশির। বাড়ি রংপুরের মাহিগঞ্জে বলে জানিয়েছিলেন। হত্যার ঘটনার পর ওই যুবকের প্রতি সন্দেহ হয়। যাচাই করে দেখা যায়, ঘর ভাড়া নেওয়ার সময় তাঁর দেওয়া জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ও মুঠোফোন নম্বর ভুয়া।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলীকে গাড়িয়াল পাড়ায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এরপর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুল বাতেন জানান, হোসেন আলী মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ কমান্ডো ছিলেন। তিনি নৌ কমান্ড কাউন্সিলের রাজশাহী বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

এদিকে হত্যাকাণ্ডের পর জেলা প্রশাসক খান মো. নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এখন থেকে কুড়িগ্রাম পৌর এলাকায় সব ভাড়াটের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপিসহ জীবনবৃত্তান্ত পুলিশের কাছে জমা দিতে হবে। এ ছাড়া পুরো জেলায় মোটরসাইকেল তলাশি জোরদার করার সিদ্ধান্ত হয়।

কুড়িগ্রাম সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থলের পাশে অবিস্ফোরিত দুটি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।

বি চি ন্তা

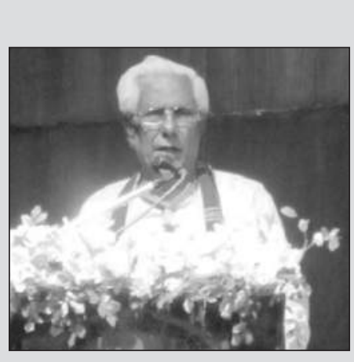

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

গণজাগরণে উত্তাল দেশ : গণদেবতার উত্থান

ছয় দশক আগে দেশ এবং দুনিয়ার রক্ত রঞ্জিত যুব বিদ্রোহের দুকূলপাবী জোয়ারে আমি একজন নগণ্য কুশীলব ছিলাম। সেই সময়কালের হিরন্ময় দ্যুতি আজও সেইসব নানা রঙের দিনগুলো আমাকে আবেগতাড়িত করে।

জনতার সাগরে জোয়ার জেগেছে। সাধারণ মানুষ তখন অসাধারণ হয়ে উঠেছে। মৃত্যুভয় কর্পূরের মত উবে গেছে। গণপদভারে প্রকম্পিত জনপদ- নগর- বন্দর- গ্রাম- গ্রামান্তর। উত্থান ঘটে গণদেবতার। সরকারি বাহিনীর কার্ফু ঘোষণাকে অকার্যকর করে জনগণ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে গণকার্ফু ঘোষণা করে দখল নেয় পথঘাট। সেনাবাহিনীর আগ্রাসন ঠেকাতে ছাত্র জনতা ব্যারিকেড গড়ে তোলে পথে পথে।

'৬৯ এর ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ হত্যা, ২৪ জানুয়ারি মতিউর, মকবুল ও রুস্তম হত্যা, ১৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে সেনানিবাসে বন্দী অবস্থায় হত্যা, ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সামসুদ্দোহার ইপিআরের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ বিসুভিয়াসের মতই শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ-ঘৃণা অনাস্থা উদগীরণের লক্ষণ দেখা যায় পথে ঘাটে সর্বত্র। গুলি-লাঠি- টিয়ারগ্যাস মিছিলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে কিন্তু গণপ্রতিবাদ- প্রতিরোধ ভাঙতে পারে না। গুলিবিদ্ধ আহত ও মৃত্যুপথযাত্রী সহযোদ্ধাকে ফেলে পালায়নি কেউ। গুলির পর মিছিলের আয়তন স্ফীত হতো। পথচারী মহলাবাসীরা দলে দলে মিছিলে যোগ দিত। মৃত্যুভয়হীন মরণজয়ী এক গণ অভিযান ও গণজাগরণ গণ অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করত সেইসব দিনগুলোতে। রাস্তার দুধারের বাড়িঘর ও দোকান থেকে মিছিলধারীদের উপর পুস্পবৃষ্টি হত। জগ বালতি ভর্তি পানীয় জলের ব্যবস্থা করত স্থানীয় নরনারীরা মিছিলকারীদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে। ফটো দোকানীরা আইয়ুব মোনায়েমের ছবি তুলে দিত মিছিলকারীদের হাতে। মিছিলকারীরা ঐ ছবিতে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ত। মিছিল শুরু হত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা থেকে। অশান্ত আমতলা থেকে গুলিস্তান, নওয়াবপুর, সদরঘাট, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, চকবাজার, বকসিবাজার হয়ে শহীদমিনারে এসে শেষ হত। মিছিলে পথে পথে যোগ দিত জনগণ, স্কুলের ইউনিফর্ম পড়া ছেলেমেয়েরা।

পুলিশের লাঠি, টিয়ারগ্যাসে আহত মিছিলকারীদের স্থানীয় দোকানদার, মহলাবাসী, হরিজনপলীর নরনারীরা সেবা- আশ্রয়- খাদ্য জুগিয়েছেন অকাতরে।

এক কথায় তখন সারাদেশ বিস্ফোরণোন্মুখ। এমনকি সেনাবাহিনীর পক্ষে উদ্ভুত গণবিস্ফোরণ সামাল দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার :

লাগাতার আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯৬৯ সনের ২২ শে ফেব্রুয়ারি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এই মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমানসহ অভিযুক্তদের মুক্তি দেয়া হয়। ঐদিন ঢাকা নগরী মিছিলের নগরীতে পরিণত হয় এবং ছাত্র-জনতা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে অগ্রসর হওয়ার উপক্রম হলে শেখ মুজিবুর রহমান ও অভিযুক্তদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পাক সরকার।

আন্দোলনে সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে আন্দোলন। গণ-অভ্যুত্থান তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মুক্ত অভিযুক্তদের রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) গণ- সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত গণ- সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। গণ জাগরণের পথ ধরে ২৪ মার্চ ১৯৬৯ সনে গণ অভ্যুত্থানের পূর্ণাঙ্গরূপ জাতি প্রত্যক্ষ করে।

জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত অর্জনের পথে দেশ অগ্রসর হয়। পরেরদিন ২৫ মার্চ ১৯৬৯ স্বৈরাচারী আইয়ুবখানের পতন ঘটে। প্রায় এক দশকের স্বৈরাচারী আইয়ুবী শাসন শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটে। এশিয়ার লৌহমানব নামে পরিচিত সাড়ে ছয় ফিট উচ্চতাবিশিষ্ট বিপুল দেহের অধিকারী লৌহমানব আইয়ুব খানকে তৎকালীন পূর্ব বাঙলার জনগণ গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তুলার বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আইয়ুবের পতনের মধ্য দিয়ে আরেক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের উত্থান ঘটে। জারি হয় সামরিক শাসন। সামরিক জান্তা আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়ার জারি করা সামরিক শাসন প্রায় অকার্যকর ও জনমনে প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হয়।

যদিও ধারাবাহিকভাবে জারি হতে থাকে সামরিক আইন বিধি ধারাগুলো হলো সামরিক শাসনের সমালোচনা করা যাবে না। শাসক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উত্তেজনা সৃষ্টি কিংবা জনমনে আতংক বা হতাশা সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি চেষ্টার জন্য সর্বোচ্চ দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করা হয়। যদিও বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ জনগণের মনোজগতে উক্ত আইনি বিধান অকিঞ্চিতকর ও অগ্রাহ্যের কারণ হয়ে ওঠে। ২৬ মার্চ '৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ঘোষণা করেন যে এক ব্যক্তি এক ভোট নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় পরিষদের উপর পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেয়া হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান যথাশীঘ্র সম্ভব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন। এই লক্ষ্যে ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব (লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক) পেশ করেন। শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবে ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা। এক লোক এক ভোট নীতিতে নির্বাচন। পাকিস্তানের এক ইউনিট বিলুপ্ত করে চারটি প্রদেশে রূপান্তরিত করা, ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা ও অধিক স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি প্রদান।

গণ-অভ্যুত্থানের পথ ধরে ১৯৬৯ সালে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি, সমাজ সংস্কারক ও নারী আন্দোলনের নেত্রী বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত মহিলা সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নামে রূপান্তরিত হয়।

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া খান দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আইনগত কাঠামো আদেশ (এলএফও) জারি করেন। এই আদেশে নির্বাচনে নতুন সংবিধান প্রণয়নের জারিকৃত জাতীয় পরিষদের ভূমিকা নির্দেশ করা হয় এবং বলা হয় ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। অন্যথায় নির্বাচন বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে। ১৯৭০ সনের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেন, আসন্ন নির্বাচন হবে ৬ দফার পক্ষে। এই সময়কালে ১৯৭০ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপ পল্টনের জনসমাবেশ থেকে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা' প্রতিষ্ঠায় ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। অপরদিকে ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর মৌলানা ভাসানী পল্টনের জনসভা থেকে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান দাবি করে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' ঘোষণা করেন।

স্মরণাতীত কালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ গোর্কি ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে শতাব্দীর ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ২২৪ কি.মি। এই ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসে এ অঞ্চলে ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। লক্ষ লক্ষ গবাদিপশু মারা যায়। ঐ দুর্যোগ মোকাবেলায় পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকারের ঔদাসিন্য বাঙালি জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার তিনদিন যাবৎ ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ইয়াহিয়া নারী ও সুরার প্রভাবে মত্ত ছিলেন। ফলে বাঙালি জনগণ অসহায় ক্ষুব্ধ ও হতাশ হন। ভয়াবহ এই বিপদের দিনে ত্রাণকার্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এ্যাডমিরাল আহসান কেন্দ্রের কাছে হেলিকপ্টার চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ঘটনার ১১দিন পরে। কিন্তু সেই হেলিকপ্টারও আসেনি। তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর এই ক্ষমাহীন অবহেলায় সমগ্র বাংলার জনগণ একদিকে ক্ষুব্ধ অন্যদিকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ এবং মুক্তির প্রত্যাশায় অধীর হয়ে ওঠে।

এই সময়ে মৌলানা ভাসানী ৪ ডিসেম্বর ১৯৭০ পল্টনের জনসভা থেকে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' ঘোষণা করেন। ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই নির্বাচন নবতর সম্ভাবনা ও গভীরতর সংকটের উদ্ভব ঘটায়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সারা পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩টি। পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৬টি আসন পায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো ন্যাপ ওয়ালী) ৯টি, মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ ২৫টি, পাকিস্তান ডেভেলপম্যান্ট পার্টি ১টি, জামায়াতে ইসলামী ৪টি, জমিয়তে ওলেমা-ই- ইসলাম ৭টি ও নির্দলীয় ১৪টি আসন লাভ করে।

(চলবে)

> '৬৯ এর ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ হত্যা, ২৪ জানুয়ারি মতিউর, মকবুল ও রুস্তম হত্যা, ১৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে সেনানিবাসে বন্দী অবস্থায় হত্যা, ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সামসুদ্দোহার ইপিআরের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ বিসুভিয়াসের মতই শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগনের ক্ষোভ-ঘৃণা অনাস্থা উদগীরণের লক্ষণ দেখা যায় পথে ঘাটে সর্বত্র। গুলি-লাঠি- টিয়ারগ্যাস মিছিলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে কিন্তু গণপ্রতিবাদ- প্রতিরোধ ভাঙতে পারে না। গুলিবিদ্ধ আহত ও মৃত্যুপথযাত্রী সহযোদ্ধাকে ফেলে পালায়নি কেউ। গুলির পর মিছিলের আয়তন স্ফীত হতো। পথচারী মহলাবাসীরা দলে দলে মিছিলে যোগ দিত। মৃত্যুভয়হীন মরণজয়ী এক গণ অভিযান ও গণজাগরণ গণ অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করত সেইসব দিনগুলোতে। রাস্তার দুধারের বাড়িঘর ও দোকান থেকে মিছিলধারীদের উপর পুস্পবৃষ্টি হত। জগ বালতি ভর্তি পানীয় জলের ব্যবস্থা করত স্থানীয় নরনারীরা মিছিলকারীদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে। ফটো দোকানীরা আইয়ুব মোনায়েমের ছবি তুলে দিত মিছিলকারীদের হাতে। মিছিলকারীরা ঐ ছবিতে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ত। মিছিল শুরু হত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা থেকে। অশান্ত আমতলা থেকে গুলিস্তান, নওয়াবপুর, সদরঘাট, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, চকবাজার, বকসিবাজার হয়ে শহীদমিনারে এসে শেষ হত। মিছিলে পথে পথে যোগ দিত জনগণ, স্কুলের ইউনিফর্ম পড়া ছেলেমেয়েরা।
> পুলিশের লাঠি, টিয়ারগ্যাসে আহত মিছিলকারীদের স্থানীয় দোকানদার, মহলাবাসী, হরিজনপলীর নরনারীরা সেবা- আশ্রয়- খাদ্য জুগিয়েছেন অকাতরে।
> এক কথায় তখন সারাদেশ বিস্ফোরণোন্মুখ। এমনকি সেনাবাহিনীর পক্ষে উদ্ভুত গণবিস্ফোরণ সামাল দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। লাগাতার আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯৬৯ সনের ২২ শে ফেব্রুয়ারি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এই মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমানসহ অভিযুক্তদের মুক্তি দেয়া হয়। ঐদিন ঢাকা নগরী মিছিলের নগরীতে পরিণত হয় এবং ছাত্র-জনতা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে অগ্রসর হওয়ার উপক্রম হলে শেখ মুজিবুর রহমান ও অভিযুক্তদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পাক সরকার।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের চিত্র ২০১৫

২০১৫ সালের বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কমপক্ষে ২৬২টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এ সবের অধিকাংশ একক ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার সংখ্যা কমপক্ষে ১৫৬২টি। এ সময়ে বিভিন্ন হামলার ঘটনায় ২৪জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ২৩৯জন, অপহরণের শিকার হয়েছেন ২৪ জন সংখ্যালঘু নারী যাদের মধ্যে ৯টির ক্ষেত্রে জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের অভিযোগ রয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২৫ জন। তাদের মধ্যে ১০জন গণধর্ষণের শিকার, ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছেন ৪জন, তাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এসিড সন্ত্রাসের শিকার ১ জন। জমিজমা, ঘরবাড়ি, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, দখল ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে ২০৯টি। এর মধ্যে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে ৬০টি পরিবার। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ৩১টি। প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে ১৮০টি।

১৪টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও বিভিন্ন থানা থেকে প্রাপ্ত কেস ডকুমেন্টের ভিত্তিতে প্রণীত গত বছর সারাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের চিত্র এটি। এসব ঘটনার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতিকারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাবকে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে বেশকিছু ঘটনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সংশিষ্টদের অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার প্রশাসনের সংশিষ্ট ব্যক্তিদের যোগসাজসে দুষ্কৃতিকারীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যের বিশেষণে দেখা যায় জানুয়ারি মাসে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা অন্যান্য মাস থেকে বেশি ঘটেছে। ৮৩টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে এ মাসে। এ মাসে আক্রমণের ফলে জখম বা আহত হওয়ার ঘটনাও ছিল সবচেয়ে বেশি। জানুয়ারি মাসে আর সবচেয়ে বেশি যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হয় তাহলো ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদের ঘটনা, এরূপ ঘটনা ঘটেছে ৫৪টি। এ মাসে যশোরের স্থানীয় একজন ক্ষমতাসীন নেতার অত্যাচারে ৩১টি সংখ্যালঘু পরিবারের দেশত্যাগ এবং অন্য ৫০টি পরিবারও দেশত্যাগের পথে এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে। জানুয়ারি মাসে এত বেশি পরিমাণে মানবধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পিছনের কারণগুলো তাহলে কী?

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নির্যাতনে নির্বাচন ইস্যু একটি অন্যতম বিষয়। গত বছরের ৫ জানুয়ারি ছিল দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ বর্তমান মহাজোট সরকারের বিজয়ের প্রথম বর্ষপূর্তি। এই নির্বাচনের ফলাফলকে বিরোধিতা করে প্রথম থেকেই বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছিল। ৫ জানুয়ারি থেকে তারা লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি চলাকালে সারাদেশে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। এসময় পেট্রোল বোমার ব্যবহার ছিল অন্যতম একটি আতঙ্কিত বিষয়। তার ঠিক এক বছর আগের যদি আমরা তাকাই তবে যে বিষয়টি এখনও আমাদের সামনে দগদগে ক্ষত হয়ে আছে– ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরপরই নির্বাচনে ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে যশোরের অভয়নগর উপজেলার চাপাতলার মালোপাড়া সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর উপর চালানো হয়েছিল নির্যাতনের নারকীয় তান্ডব। একই ইস্যুকে কেন্দ্র করে নির্বাচন পরবর্তী সময় যশোরের অভয়নগর ছাড়াও দিনাজপুর সদরের কর্ণাই, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, বগুড়া, মাগুরা, সাতক্ষীরা ও সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একই তান্ডব চালিয়েছিল নির্বাচনের বিরোধীরা। উক্ত নির্বাচনের বর্ষপূর্তিতে গৃহীত সরকার বিরোধী আন্দোলনেও অনুরূপভাবে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এদেশের সংখ্যালঘুরা। এ মাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে– যার সংখ্যা ৮৩টি।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের আর যে অন্যতম একটি কারণ তা হলো সম্পত্তি দখল ও উচ্ছেদের তৎপরতা। যার শিকার হন সংখ্যালঘু নারী। ধর্ষণের ঘটনার নেপথ্য কারণ হিসেবেও কাজ করে থাকে ভূমি দখলের অভিসন্ধি। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন, উচ্ছেদ, সেই লক্ষ্যে সম্পত্তি দখল ও অন্যান্য প্রকার মানাবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয় না, রাজনৈতিক পরিচয় ও আদর্শ থেকে বের হয়ে এসে তখন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল, উৎখাত এবং দেশত্যাগের সর্বাত্মক ব্যবস্থা সম্পন্ন করা। এরূপ উদাহরণ অনেক রয়েছে। যার একটি উদাহরণ গত ১৩ মার্চ, ২০১৫ সংঘটিত বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার পচাকোড়ালিয়া ইউনিয়নের চন্দনতলা গ্রামের ঘটনা। সেখানে স্থানীয় বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা একযোগে ১৪টি হিন্দু পরিবারের বসতবাড়িসহ ৪০ একর জমি দখলের তৎপরতায় নেমেছিল। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে নারীদের উপর যৌন হয়রানি চলছিল এমন অভিযোগ রয়েছে। স্কুল পড়ুয়া হিন্দু মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পথে উত্ত্যক্তের ঘটনা ছিল নিত্যদিনের। এমনকি এসব স্কুল পড়ুয়া মেয়ে ও গৃহবধূদের নিয়মিত সন্ত্রাসীদের আস্তানায় গিয়ে দেখা করতে হতো এমন অভিযোগও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। লোকলজ্জায় এসব ঘটনা তারা কাউকে না জানিয়ে দীর্ঘদিন সহ্য করেছে। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় উক্ত এলাকার অনেকগুলো পরিবার পৈত্রিক ভিটা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। নারীর প্রতি যৌন নিগ্রহের পরিণাম ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী। নিগ্রহের শিকার ঐ নারীকেই শুধু আতঙ্কগ্রস্ত করে না, তার পিতা-মাতা, আত্মীয় পরিজন, নিজ সমাজ– সকলের আত্মমর্যাদা ও সম্মানের উপর প্রবলতর গ্লানি ও কালিমা লেপন করে– এমনটাই উপলব্ধ, অন্তত আমাদের বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায়। ফলশ্রুতিতে ভুক্তভোগী পরিবারটি একসময় দেশত্যাগে বাধ্য হয়। ভূমিগ্রাসীরা তাই নারীর প্রতি যৌন নিগ্রহকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

২০১৫ সালে সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের চিত্র

ঘটনার ধরণ		সংখ্যা
হত্যা		২৪
হত্যার হুমকি		৫২
হত্যা চেষ্টা		৩
জখম/আহত করা		২৩৯
চাঁদাবাজি, মারধর, আটকে রেখে নির্যাতন (আক্রান্ত পরিবার)		১৪৪
লুট (পরিবার)		৫০
হামলা	বসতঘর/সম্পত্তি	৭৮
	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৩
সম্পত্তি দখল	ভূমি	১০
	ঘরবাড়ি	১৯
	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	১
	দখলের তৎপরতা	১৭
উচ্ছেদ (পরিবার)	উচ্ছেদের হুমকি	১১
	উচ্ছেদের তৎপরতা	৫৫৫
	উচ্ছেদ	৬০
মন্দির হামলা/ভাঙচুর/অগ্নিসংযোগ		৩১
প্রতিমা ভাঙচুর		১৮০
মূর্তি চুরি		১১
অপহরণ		২৬
ধর্ষণচেষ্টা		৪
ধর্ষণ		২৫
গণধর্ষণ		১০
ধর্ষণের পর হত্যা		২
এসিড নিক্ষেপ		১
জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ/ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা		১০
মোট ঘটনা		২৬২**

**২৬১ টি আলাদা ঘটনা। এ সবের অধিকাংশ একক ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার সংখ্যা কমপক্ষে ১৫৬২টি

২০১৫ সালে সংখ্যালঘু নারীকে অপহরণ, ধর্ষণ, এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের ঘটনা ঘটেছে ৫৭টি। এর মধ্যে ধর্ষণ ২৫টি (১০টি গণধর্ষণ ও ২টি ধর্ষণের পর হত্যা), অপহরণ ২৪টি, অপহরণের পর ধর্মান্তকরণের ঘটনা ৯টি। এছাড়া ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছেন ৪জন, তাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন ১জন।

ধর্ষণ

১. গত ৭ জানুয়ারি ২০১৫ রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার সরিষা ইউনিয়নের বৃত্তিডাঙ্গা গ্রামে দরিদ্র এক সংখ্যালঘু পরিবারের মা ও মেয়ে গণধর্ষণের শিকার হন।

২. ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ সাভারের ব্যাংক কলোনী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন একজন সংখ্যালঘু নারী।

৩. ৫ জানুয়ারি ২০১৫ রাঙামাটি পার্বত্য জেলার কাশখালীতে ২য় শ্রেণীতে পড়ুয়া এক আদিবাসী শিশু বাড়ির পাশের দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফেরার পথে ধর্ষণের শিকার হয়।

৪. ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ দিনাজপুরের পার্বতীপুরে আদিবাসী সাঁওতাল তরুণীকে অপহরণ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে দুই বখাটে যুবক।

৫. ৩ মে ২০১৫ রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে এক আদিবাসী নারী ধর্ষণের শিকার হন। এ সময় তার সঙ্গী অন্য এক নারীও লাঞ্ছিত হন।

৬. ১৫ মে ২০১৫ হবিগঞ্জের মাধবপুরের পলী রামেশ্বরের শিল্পীরানী দাস (১৮) কে ধর্ষণের পর হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

৭. ২১ মে ২০১৫ বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় গণধর্ষণের শিকার হন একজন গারো নারী। রাতে এই ধর্ষণের ঘটনার পর মামলা করার জন্য উক্ত নারী ও তার স্বজনদের তিন থানায় ঘুরে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। তুরাগ থানা কাছে হয় বলে মামলা করার জন্য রাত ৪টার দিকে মেয়েটিকে নিয়ে তার পরিবারের সদস্যরা সেখানে যান। কিন্তু অন্য এলাকার ঘটনা বলে পুলিশ তাদের ফিরিয়ে দেয়। এরপর ভোর ৫টার দিকে তারা যান গুলশান থানায়। সেখানেও একই উত্তর মেলে। শেষে সাড়ে ৬টার দিকে ভাটারা থানায় গেলে বলা হয়, ওসি নেই, অপেক্ষা করতে হবে। এরপর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ওসি আসেন এবং তাদের কথা শুনে সাড়ে ১২টার দিকে মামলা নথিভুক্ত করা হয়।

৮. ২৭ মে ২০১৫ সিলেট জেলার বালাগঞ্জে লিপন চন্দ্র দেবের স্ত্রী সঞ্জু রানী দেব ধর্ষণের শিকার হন। এ ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় পরবর্তীতে হামলার শিকার হয় লিপন চন্দ্র দেব ও তার স্ত্রী সঞ্জু রানী দেব।

৯. ৩ জুন ২০১৫ যশোরের চৌগাছা পৌর এলাকায় এক দলিত গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হন। এ সময় ধর্ষক মোবাইল ফোনে ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ধারণ করে এবং পরে তা সিডি ও ইন্টারনেটে প্রচার করে। এর প্রতিক্রিয়ায় আত্মহত্যা করে উক্ত গৃহবধূ।

১০. ৫ জুন ২০১৫ রাত আনুমানিক ৯টায় সিলেটের বালাগঞ্জের অপর্না দাস ঘরের বাইরে টয়লেটে গেলে সেখান থেকে পূর্ব থেকে ওত পেতে থাকা মোঃ হিরন মিয়া ও মোঃ শফিক আলী তাকে অপহরণ করে শফিক আলীর বাড়িতে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

১১. ৮ জুলাই ২০১৫ উখিয়া উপজেলার কুতুপালং-এ অপহরণ ও ধর্ষণের শিকার হন ইতি বড়ুয়া।

১২. ১১ জুলাই ২০১৫ নওগাঁ জেলার ধামইরহাটের গীতা রানী রবিদাসকে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে দেলোয়ার হোসাইন (৪০)।

১৩. ২৯ জুলাই ২০১৫ খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারায় গণধর্ষণের শিকার হয় আদিবাসী তরুণী অঞ্জনা ত্রিপুরা (১৭)।

১৪. ৪ আগস্ট ও ৮ আগস্ট ২০১৫ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে ২টি শিশু (শ্রাবন্তী বাছাড় ৮) ও হিরা রায় (৯) মোঃ সোহরাব গাজী নামে একই ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।

১৫. ৪ আগস্ট ২০১৫ রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকায় ৬ষ্ঠ শ্রেণির আদিবাসী ছাত্রী মিনিতা মারানকে নির্জন কক্ষে একা পেয়ে ধর্ষণ করে মোঃ আল আমীন (২২)।

১৬. ১৮ আগস্ট ২০১৫ বান্দরবানের আদিবাসী তরুণী সুবরন ত্রিপুরা (১৬) চিকিৎসার জন্য লামা হাসপাতালে ভর্তি হলে সেখানে তিনি হাসপাতালের কর্মচারীদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হন।

১৭. ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ রাত আনুমানিক ১১.৪৫টায় হবিগঞ্জের বানিয়াচং-এ জনৈক সামসুল আলম ঘরের বেড়া ভেঙে জোরপূর্বক ঘরে প্রবেশ করে রুমি রানী দাস নামে ১১ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করে।

১৮. ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ শনিবার রাতে বগুড়ার শিবগঞ্জের ডাবুইর গ্রামে মোফাজ্জল হোসেন জিন্নাহ (৪৫) নামে যুবলীগ কর্মী বুলি রানী নামে হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক কিশোরীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে।

১৯. ৮ নভেম্বর ২০১৫ নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার ভাতগ্রাম নিবাসী এক আদিবাসী গৃহবধূ বাজারে ঝাড়ু বিক্রি করতে পাশের দক্ষিণখান গ্রামে গেলে উক্ত গ্রামের সাদেকুল ইসলাম জোর করে তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

২০. ১১ নভেম্বর ২০১৫ বুধবার রাত ৯টার দিকে নীলফামারী সদরের সোনারায় ইউনিয়নের বাবুবাজার এলাকায় এক সংখ্যালঘু তরুণী গণধর্ষণের শিকার হন। উক্ত তরুণীর বাড়ি জলঢাকা উপজেলার শিমুলবাড়ি গ্রামে।

২১. ২২ নভেম্বর ২০১৫ নাটোর বাগাতিপাড়ার লোকমানপুর নর্থবেঙ্গল চিনিকলের সুপারভাইজার ভবানী দাস ঘোষালের স্ত্রীকে গণধর্ষণের পর হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

২২. ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ খাগড়াছড়ির পার্বত্য জেলা মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নে পাঁচ একর (রাবার বাগান) এলাকায় ধর্ষণের শিকার হয় মাইসছড়ি ইউনিয়নের লম্বাছড়ার বাসিন্দা বীনা দেবী ত্রিপুরা (১৬)।

২৩. ডিসেম্বর ২০১৫-এ কাপ্তাই সুইডেন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বিএসপিআই) সড়কে হাঁটতে বের হলে নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক আদিবাসী কিশোরীকে একটি অটো রিকশায় চারজন লোক তুলে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে বিএসপিআই সড়কের কাছে ফেলে পালিয়ে যায়।

২৪. এছাড়া ১২ অক্টোবর ২০১৫ গাজীপুর শহরের পুবাইল সাপমারা এলাকায় সান্ত্বনা রবিদাস নামে ৯ বছরের দলিত শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

অপহরণ ১. ২১ জানুয়ারি ২০১৫ অপহৃত হয় সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার বাউরবাগ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী জোৎস্না বিশ্বাস। ২. ৪ মার্চ ২০১৫ নেত্রকোণার বারহাট্টা উপজেলার রায়মাধব গ্রামের শিল্পী রানী দাসকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একই গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দোস্ত মোহাম্মদ খান অপহরণ করে।

৩. ১৪ মার্চ ২০১৫, বরগুনার পাথরঘাটা

পৃষ্ঠা ৬

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের চিত্র ২০১৫

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

উপজেলার লেমুয়া ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী কনা রানী ব্যাপারীকে অপহরণ করে জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ও নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে বিবাহের কাগজপত্র তৈরিসহ যৌননির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে।

৪. ১৭ এপ্রিল ২০১৫ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার তারাপাশা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী শ্যামলী রাণী দে (১৫) অপহরণের শিকার হয়। অপহরণের পর তার জাল জন্মনিবন্ধন সনদপত্র তৈরি করে পূর্বের নাম গোপন করে নতুন নাম দিয়ে গত ১৯ এপ্রিল নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।

৫. গত ২৭ মে ২০১৫ অপহরণের শিকার হয় কিশোরগঞ্জের বিন্নাটি মজিদ মোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী পিংকি রানী সূত্রধর।

৬. ৫ জুন ২০১৫ অপহরণের শিকার হয় সিলেটের বালাগঞ্জের দেঘরিয়া গ্রামের অপর্না দাস। পরে তাকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য অপহরণকারী ও তাদের পরিবার তৎপরতা চালায়।

৭. ১৪ জুন ২০১৫ গোয়াইনঘাট ডিগ্রি কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্রী সোমা রানী দাসকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা।

৮. ২৫ জুন ২০১৫, গাজীপুর জেলার বাগের বাজার হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী অন্তরা রানী দেবনাথকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা। পরে অপহরণকারী ও তার পরিবার অন্তরা রানীকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং অপহরণকারীর সাথে বিয়ের জন্য তৎপরতা চালায়।

৯. ৩ জুলাই ২০১৫ খুলনার ডুমুরিয়ার সাহাপুর মধ্যমগ্রাম ডিগ্রি কলেজে ছাত্রী প্রিয়া সাহাকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা।

১০. ৯ জুলাই ২০১৫ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপালং নিবাসী ইতি বড়ুয়া অপহরণের শিকার হন।

১১. ৩০ জুলাই ২০১৫ অপহরণের শিকার হয় নারায়ণগঞ্জের আদমজী কলেজের ছাত্রী বৃষ্টি বিশ্বাস।

১২. ৩ আগস্ট ২০১৫ নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সুস্মিতা সিংহ অপহরণের শিকার হয়। এই ঘটনায় অপহরণকারীদের গ্রেপ্তারে পুলিশের কোনো তৎপরতা চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৩. ২০ জুলাই ২০১৫ ভাষানটেক দেওয়ানপাড়া এলাকা থেকে অপহরণের শিকার হয় রূপা সরকার। পরে অপহরণকারী ও তার পিতামাতা রূপাকে জোরপূর্বক এফিডেভিটের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে। এরপর রূপা সরকারের পরিবার প্রশাসনের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয় এবং রূপা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে ধর্মান্তরের ঘটনা প্রত্যাখ্যান করে। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই গত ২৪ আগস্ট ২০১৫ পুনরায় উক্ত অপহরণকারী আবারও তাকে অপহরণ করে।

১৪. ২৮ আগস্ট ২০১৫ অপহরণের শিকার হয় চট্টগ্রাম হালিশহর গরিবে নেওয়াজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী রিংকি রানী দেবনাথ।

১৫. ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে অপহরণের শিকার হয় সিলেট নাসিরাবাদ বিলপাড় নিবাসী দশমী রানী দেবনাথ (১৪)।

১৬. ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ চট্টগ্রাম হাটহাজারী সদর নিবাসী রাত্রি দাসকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা।

১৭. ৮ অক্টোবর ২০১৫ কিশোরগঞ্জে পাকুন্দিয়া হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সুপ্রিয়া রানী রায় অপহরণের শিকার হয়। ১০ অক্টোবর ২০১৫ তাকে জোরপূর্বক কোর্ট এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে দুর্বৃত্তরা।

১৮. ২০ অক্টোবর ২০১৫ গাইবান্ধা থেকে অপহৃত হয় ধাপের হাট প্রিয়বালা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী স্বপ্না রানী। গত ১৩ নভেম্বর ২০১৫ কুমিলা থেকে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে।

১৯. ৩১ অক্টোবর ২০১৫ বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ইছাকুড়ি বাকাই নিরাঞ্জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী অষ্টমী রানী বালা।

২০. ৮ নভেম্বর ২০১৫ সুনামগঞ্জের ধরমপাশা উপজেলার জয়শ্রী গ্রামের এসএসসি পরীক্ষার্থী মন্টি রানী সরকারকে (১৬) অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা। পরে তাকে ধর্মান্তরিত করে বিয়েতে বাধ্য করার অভিযোগ করে অপহৃতার পরিবার।

২১. ১৬ নভেম্বর ২০১৫ চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার পরিকোরা গ্রামের অরি চক্রবর্তীকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা। অপহরণের পর অপহরণকারীরা প্রচার করতে থাকে যে মেয়েটি স্বইচ্ছায় নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং বিয়ে করেছে। অপহৃতার গরিব পিতা আনোয়ারা থানায় মামলা করতে গেলে থানার ওসি মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানালে মেয়েটির পিতা চট্টগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে মামলা করেন।

২২. ২৬ নভেম্বর ২০১৫ অপহরণের শিকার হয় টাঙ্গাইল ধনবাড়ি কলেজের ছাত্রী উপমা সাহা।

২৩. ২৯ নভেম্বর ২০১৫ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর সরিফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী হিরামনি অপহরণের শিকার হয়। পরে তাকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও বিবাহের তৎপরতা চালায় অপহরণকারী ও তার সহযোগীরা।

২৪. ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ অপহরণের শিকার হয় নোয়াখালী সৈকত ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী সুমি রানী মজুমদার। গত ৯ জানুয়ারি ২০১৬ সুমির পরিবার নোয়াখালী প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সুমিকে উদ্ধার ও অপহরণকারীদের শাস্তি দাবি করে।

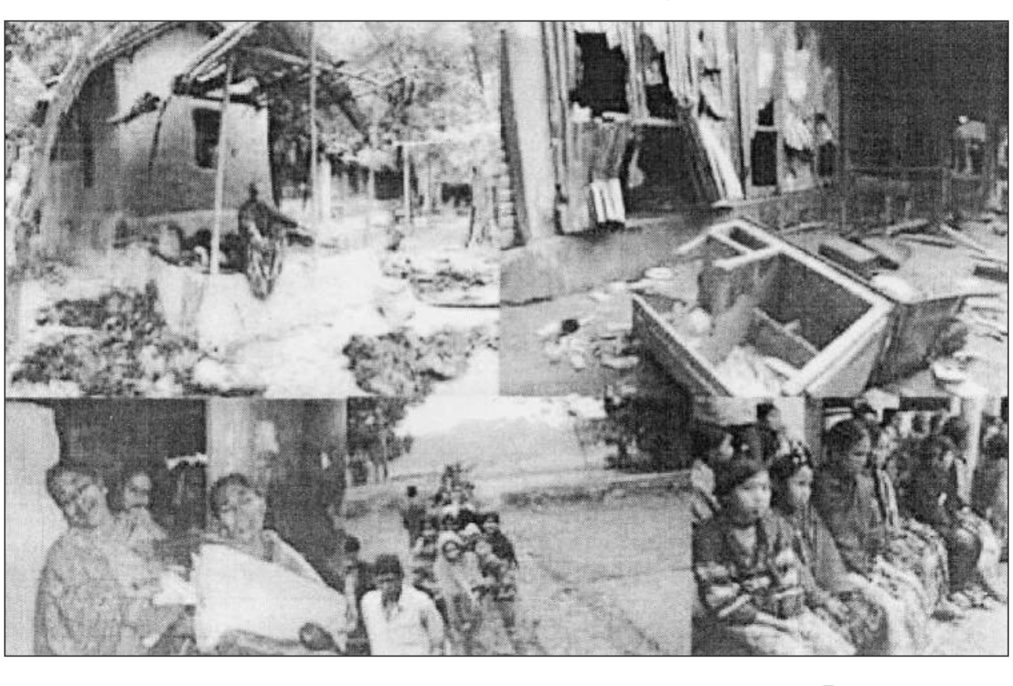

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি বিবেচনায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা একটি অবধারিত ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় প্রতিবছর বাংলাদেশে পূজা মন্ডপের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৫ সালে রাজধানীতে ২২৫টি সহ সারা দেশে মোট ২৮ হাজার ৯৬২টি পূজা মন্ডপে শারদীয়া দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৪ সালের তুলনায় এর সংখ্যা বেড়েছে ২৬২টি। ২০১৪ সালে সারাদেশে ২৮ হাজার ৭০০টি, ২০১৩ সালে ২৮ হাজার ২০০টি, ২০১২ সালে ২৭ হাজার ৮শ'টি মন্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশে প্রতিবছর পূজা মন্ডপের সংখ্যা বাড়লেও ভক্ত বা পূজারীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে কমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কমে যাচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী। আপাতদৃষ্টিতে তাই প্রতিবছর পূজামন্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখার কোনো কারণ নেই। আমাদের সংবিধান দেশের সকল নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার স্বীকৃতি দিলেও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে পারে নি। ফলে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কর্মকান্ডের উপর উপর্যুপরি এই হামলার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সবচেয়ে দুঃখজনক যে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় ঘোষণা কিংবা তা কার্যকরের সময়েও হিন্দু মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে থাকে। বিগত ৪৪ বছর ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতির কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে নি, বরং তা প্রায় প্রতি বছরই থেকেছে উদ্বেগজনক। প্রতিবছর সার্বজনীন শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরেরও মহোৎসব শুরু হয়। যা পুরো শারদীয়া দুর্গোৎসবে যেন এক চিরায়ত কলংকময় অধ্যায়। স্বাধীনতার পর এতোগুলো বছর অতিক্রান্ত হলেও এই কলংক থেকে এখনো মুক্ত হতে পারে নি অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণের বাংলাদেশ। প্রতি বছর অক্টোবর-নভেম্বরে উলেখযোগ্য হারে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে থাকে। ২০১৫ সালও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এসময় দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেকারণে প্রতিমা ভাঙচুর সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনাও এসময় বেশি ঘটে থাকে। ২০১৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে ৩৬টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

পূজার মৌসুম ছাড়াও প্রায় সারা বছরই প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে শুধু ডিসেম্বরে কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুরের তথ্য উলেখ করতে চাই যে মাসে উলেখযোগ্য কোনো পূজার মহোৎসব ছিল না। ডিসেম্বর মাসে সারা দেশে বিভিন্ন মন্দিরে হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ২১টি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়।

১. ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট পৌরসভার শহরগাছী এলাকায় চন্দনা পাহাড়ী (৩২) নামের এক আদিবাসী নারীকে ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কাজিরবন কালী মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।

২. ৫ ডিসেম্বর ২০১৫ শনিবার পর্যটন কেন্দ্র দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার কান্তজিউর মন্দির প্রাঙ্গণে রাসমেলার যাত্রা প্যান্ডেলে দুর্বৃত্তের ছোড়া হাতবোমা বিস্ফোরণে আহত হন ৯জন।

৩. ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ রাতে চট্টগ্রাম মহানগরীর আকবরশাহ থানাধীন নিউ শহীদ লেন এলাকায় শ্রীশ্রীশ্যামাকালী বাড়ির মন্দিরে দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালায়। এ সময় মন্দিরের আসবাবপত্র ও অন্য জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয়। এতে ৬ জন আহত হয়।

৪. ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ডাবোর ইউনিয়নের জয়নন্দ ডহচি গ্রামে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) মন্দিরে গুলি ও বোমা হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। রাত সোয়া ৮টার দিকে মন্দিরে কীর্তন ও ধর্মসভা চলার সময় ওই হামলার ঘটনা ঘটে। এতে দুজন গুলিবিদ্ধসহ ১০জন আহত হয়।

৫. ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ভাড়রা গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রকাশ্যে শিব মন্দিরে হামলা ও ৩টি প্রতিমা ভাঙচুর করে স্থানীয় প্রভাবশালী কলিমুদ্দিন গং। হিন্দু অধ্যুষিত ওই গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নানা ধরনের নির্যাতন চালানোর কারণে অনেকেই তাদের জমি ছেড়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করেছেন।

৬. ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ার জহরেরকান্দি গ্রামের উত্তর পাড়া সার্বজনীন মনসা মন্দিরের মনসা মূর্তি ও একই গ্রামের রামকৃষ্ণ মিশনের রাধা গোবিন্দ মন্দিরের রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

৭. ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার রাতে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার তালমা বাজারের শত বছরের পুরোনো সার্বজনীন কালীমন্দিরের ৭টি প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।

৮. ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ রোববার সকালে জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায় বাউসী বাঙ্গালীপাড়া পদ্মা পূজা মন্দিরের পদ্মা প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।

৯. ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ সোমবার রাতে ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের মহেষপুর গোপপাড়া গ্রামে সার্বজনীন কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে শীতলা মূর্তি ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।

১০. ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার কুড়িগ্রামের রৌমারীতে উপজেলার নমদাসপাড়া গ্রামে মন্দিরের কালী, লক্ষ্মী ও শিবের মূর্তি ভাঙচুর করে।

১১. ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ শনিবার রাতে টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার মির্জাবাড়ি বাজারের কাছে দড়িহাসিল এলাকায় মাখন লাল গোপ ও সুবল চন্দ্র গোপের বাড়ির দুটি পারিবারিক কালীমন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর হামলার ঘটনা বাংলাদেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির জন্য একটি উদ্বেগজনক বার্তা। এদেশের সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের পেছনের অন্যতম একটি কারণ এটি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতার কারণে দেশ ত্যাগ করে থাকেন। তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে ব্যবসা, বাড়িঘর, সম্পত্তি লুটপাট, তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও মামলার হুমকিসহ হত্যার হুমকির ঘটনা ঘটে থাকে, তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। (অসমাপ্ত)

সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতিমণ্ডলীর সিনিয়র সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার, ভদন্ত সুনন্দ প্রিয় ভিক্ষু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ্যাড. দাশগুপ্ত বলেন, এ প্রতিবেদন এ বছরের শুরুতে প্রকাশ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তা' আমরা যথাসময়ে করতে পারি নি। এজন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ভবিষ্যতে যথাসময়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন তুলে ধরতে পারবো বলে আশা রাখি। তিনি জানান, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর মানবাধিকার পরিস্থিতি-২০১৫ শীর্ষক যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে তা' প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদ।

তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকে এ প্রতিবেদন আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। ঐক্য পরিষদ, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও এইচ.আর.সি.বি.এম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে, প্রকৃত ঘটনা আরো অনেক বেশী।

গোলাপগঞ্জে বাড়িঘরে হামলার ঘটনায় নিন্দা ও ক্ষোভ

॥ নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বারকোট গ্রামে নগেন্দ্র দেব এর পুত্র লিটন চন্দ্র দেবের বাড়িতে হামলা ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সিলেট জেলা ও মহানগর এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিলেট জেলা ও মহানগর নেতৃবৃন্দ নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ঘটনার পর পরই পরিষদ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে সান্ত্বনা দেন। এসময় পূজা পরিষদ ও ঐক্যপরিষদ নেতৃবৃন্দ ঘটনার আকস্মিকতায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, স্বাধীনতার এই মাসে নারকীয় এই ঘটনা একাত্তরের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে নেতৃবৃন্দ গোলাপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান ও গোলাপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফজলুল হক শিবলীর সাথে বৈঠক করে জরুরী ভিত্তিতে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক এ্যাডভোকেট মৃত্যুঞ্জয় ধর ভোলা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিলেট জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিদের কেন্দ্রীয় সহযোগী সম্পাদক মলয় পুরকায়স্থ, মহানগর ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দেব, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সিলেট জেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট রঞ্জন ঘোষ, পূজা পরিষদ নেতা অনুপ কুমার দেব, গোলাপগঞ্জ পূজা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক লিটন চন্দ্র তালুকদার প্রমুখ।

দশমিনায় কবিরাজ বাড়িতে সন্ত্রাসীদের তান্ডব

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

গত ২৭ মার্চ বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জেলা এবং দশমিনা পরিষদের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। জেলা শাখার সভাপতি ডা. অতুল চন্দ্র দাস, সভাপতিমন্ডলির সদস্য তপন কুমার কর্মকার, দশমিনা শাখার সভাপতি এ্যাড. উত্তম কুমার কর্মকার এবং সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হলে এই এলাকায় শতাধিক নারী-পুরুষ উপস্থিত হয়ে ২২ শে মার্চের সন্ত্রাসীদের নারকীয় তান্ডবের ঘটনার কথা উলেখ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। উপস্থিত নারী পুরুষরা বলেন, আমরা ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। নিবারন কবিরাজ বাড়ি ঐতিহ্যবাহী দানশীল ব্যক্তিদের স্থান।

এছাড়া গত ২২ মার্চ বদরপুর ইউনিয়ন নির্বাচনে ৫নং ওয়ার্ডের ভোট কেন্দ্র আছিয়া খাতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে মেম্বর প্রার্থী শাহ আলম চৌকিদারের সন্ত্রাসী ছেলে ইলিয়াস বাহিনী হামলা চালিয়ে খলিসাখালী গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বপ্না রানী সুর (৩৫), মনিকা রানী সুর(৩০), খোকন সুর, পিযুষ দাস, জীবন সরকারকে রক্তাক্ত জখম করে, ভোট প্রদানে বাঁধা সৃষ্টি করে এক তান্ডবের রাজত্ব কায়েম করে।

গত ২৫ মার্চ জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এর সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস ও সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার দাস এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল খলিসাখালী গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের নির্যাতিত নারী পুরুষদের পাশে যান। ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের আগমনের খবরে এলাকার সদ্য নির্বাচিত সদস্য লক্ষন দেবনাথ ও মহিলা মেম্বর পারুল বেগম সহ বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ সমবেত হয়ে ইলিয়াস বাহিনীর সন্ত্রাসী হামলার ন্যাক্কার জনক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা হামলাকারী সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের কাছে।

নির্বাচনের কারণে এ জঘন্য কর্মকান্ড ঘটানো হলো, এটা অত্যন্ত ন্যাক্কার ও পরিতাপের বিষয়। তারা সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবি করেন। তারা পুলিশের টহলদারী ব্যবস্থা এবং অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনেরও দাবি জানান। তারা অত্র এলাকার মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আকুল আবেদন জানান।

জেলা ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ উলেখিত ঘটনার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি এবং তাদের প্রতি নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৩৩-২৯২৩৯৬ যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এতদ্ব্যতীত পরিষদ বার্তার কপি নিয়মিত পাওয়ার ব্যাপারে ঐক্য পরিষদের দপ্তর সম্পাদক এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষের সাথে ০১৭১২-৭৬০৬৮৪ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

প্রয়াত অসিত ভট্টাচার্য স্মরণে সিলেটে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিলেট জেলা ও মহানগর শাখা আয়োজিত শোক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী, ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত চৌধুরী। মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

ছবি : পরিষদ বার্তা

অসিত ভট্টাচার্য্য স্মরণে
শো ক স ভা
৪ মার্চ ২০১৬
শুক্রবার

সিলেটে ঐক্য পরিষদের শোকসভা

জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াইয়ে অবদানের জন্যেই অসিত ভট্টাচার্য বেঁচে থাকবেন

॥ সিলেট প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সিলেট জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য স্মরণে শোক সভায় বক্তারা বলেন, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণ আন্দোলনে সিলেটের এক অকুতোভয় সৈনিক ছিলেন প্রয়াত অসিত ভট্টাচার্য। বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী অসিত ভট্টাচার্য পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি ও সমাজে ভ্রাতৃত্ব সূলভ সম্পর্ক তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করে গেছেন। তাই তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। বক্তারা বলেন, আমৃত্যু মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী অসিত ভট্টাচার্য ছিলেন মানবতার পূজারী। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন মানবতার জয় গানের মধ্য দিয়েই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। বক্তারা আরো বলেন, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াইয়ে, অর্পিত সম্পত্তি প্রতিরোধ আন্দোলনসহ সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের প্রতিটি আন্দোলনে অসিত ভট্টাচার্যের অবদানের কারণে তিনি সমাজ জীবনে সকলের কাছে বেঁচে থাকবেন।

৪ মার্চ সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিলেট জেলা ও মহানগর শাখা আয়োজিত শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের জেলা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিরাজ মাধব চক্রবর্তী মানস। এ্যাডভোকেট বিজয় কৃষ্ণ বিশ্বাস ও প্রদীপ কুমার দেব এর যৌথ পরিচালনায় শোক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুপ্রিম কোর্টের প্রথিতযশা আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত দেব, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জি, মহিলা ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেত্রী দীপালী চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঐক্য পরিষদ জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য, প্রয়াতের জীবনী পাঠ করেন পূজা উদযাপন পরিষদের জেলা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রজত কান্তি ভট্টাচার্য। শোক সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক সাংসদ শফিকুর রহমান চৌধুরী, মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন, গণতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিষ্টার মো. আরশ আলী, সাম্যবাদী দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড ধীরেন সিংহ, ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা সিকান্দার আলী, বাসদের জেলা নেতা এ্যাড. হুমায়ূন রশিদ সোয়েব, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক বিজিত কুমার দে, সমাজসেবক বিমলেন্দু দে নান্টু, বিশিষ্ট আইনজীবি পংকজ কুমার রায়, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার সাহা, অধ্যাপক ড. হিমাদ্রি শেখর রায়, পূজা পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. মৃত্যুঞ্জয় ধর ভোলা, ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সহযোগী সম্পাদক মলয় পুরকায়স্থ, মৌলভীবাজার জেলা সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রাধাপদ দেব সজল, সুনামগঞ্জ জেলা সম্পাদক এ্যাড. বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, মৌলভীবাজার জেলা নেতা নিহির কান্তি দেব মিন্টু, ইসকন সিলেটের অধ্যক্ষ নবদ্বীপ দ্বীজ দাস গৌরাঙ্গ, জগৎ বন্ধু মঠের অধ্যক্ষ প্রীতম বন্ধু ব্রহ্মচারী, পূজা উদযাপন পরিষদের মহানগর সাধারণ সম্পাদক রজত কান্তি গুপ্ত, সিলেট বিবেকের সভাপতি জ্যোতির্ময় সিংহ মজুমদার চন্দন, প্রকৌশলী মনোজ বিকাশ দেবরায়, বৌদ্ধ সমিতির নেতা রমেন্দ্র বড়ুয়া, খ্রিস্টান নেতা দানেস সাংমা, মুক্তিযোদ্ধা সুবল চন্দ্র পাল, সুষেন চন্দ্র নম, নির্মল সিংহ, ছাত্রযুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা অরুন দেবনাথ সাগর, এ্যাড. বিভাবসু গোস্বামী, জেলা সম্পাদক ধনঞ্জয় দাস ধনু, মহানগর সম্পাদক রথীন্দ্র দাস ভক্ত, উপজেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, দুর্গাকুমার দাস, দেবব্রত ভট্টাচার্য, বিভাকর দেশমুখ্য, জয়ন্ত আচার্য, অমলেন্দু দেব, কাঞ্চন চন্দ্র দে ও প্রয়াতের সন্তান অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য অভি।

শোক সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের প্রতিনিধিবৃন্দ, ঐক্যপরিষদ ও পূজা পরিষদের ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, উপজেলা, মহানগর ও জেলার বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র সকল নাগরিকের সমান অধিকার চায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিষদ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, বাসুদেব ধর, হিউবার্ট গোমেজ, মঞ্জু ধর, মিলন কান্তি দত্ত, পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দেব, ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জি ও নির্মল রোজারিও, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপব বড়ুয়া, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ সাহা মনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শ্যামল কুমার রায় ও অ্যাডভোকেট কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, মহিলা ঐক্য পরিষদের সভানেত্রী জয়ন্তী রায়, সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়া সাহা, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেন মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা, জায়গাজমি জবরদখল, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্রমহ্রাসমান হার এবং সংবিধানে অসঙ্গতির চিত্র তুলে ধরেন। তবে এও উলেখ করেন, বেসামরিক ক্ষেত্রে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, যে মন্দিরে বসে মার্কিন ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে মন্দিরের দুই তৃতীয়াংশ দেবোত্তর সম্পত্তি জবরদখল হয়ে গেছে।

ড. সুয়েল বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ সকল নাগরিকের সমান অধিকার চায়। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, এভাবেই বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মের নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সরকারকে এই অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে সকল ধর্মের নাগরিকরাই বসবাস করছেন। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে উদ্বেগ ও শঙ্কা বিরাজ করছে। সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। একটি দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মনোভাব কী রকম, তা-ই সে দেশের পরিস্থিতির আয়না। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সংখ্যালঘু নেতারা তাঁকে বলেছেন, দেশে আইন আছে, তবে সবার জন্যে সমানভাবে প্রয়োগ হয় না। এটা গভীর উদ্বেগজনক। মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি

পৃষ্ঠা ২

পাবর্তীপুরে অসহায় মানুষ তাঁদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ওরা জানেন না, কী তাদের ভবিষ্যৎ, কোথায় পাবেন তাঁরা বিচার।

ছবি : পরিষদ বার্তা

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

॥ পাবর্তীপুর ঘুরে এসে পদ্মাবতী দেবী ॥

সম্প্রতি দিনাজপুর জেলার পাবর্তীপুরে সংখ্যালঘু পঞ্চান্নটি অসহায় পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে তা দেখতে আমরা ঐ এলাকা পরিদর্শন করি। ভুক্তভোগীদের বর্ণনা শুনে মনে হয়েছে, বিচারের বাণী সেখানে নীরবে-নিভৃতে কেঁদে ফিরছে। এই ক্ষত্রিয় পরিবারগুলোকে তাদের ভোগ দখলীয় মাটি থেকে উচ্ছেদের জন্যে হামলা চালানো হয়েছে, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়েছে এবং মহিলারা নিগ্রহের শিকার হয়েছেন যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

আমাদের প্রতিনিধি দলে ছিলেন, নিজেরা করি'র জালাল উদ্দীন, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্টের (এএলআরডি) একেএম বুলবুল আহমেদ এবং দিনাজপুর থেকে যোগ দেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ। ব্লাস্ট-এর স্থানীয় কর্মকর্তাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

দুপুরে আমরা বিরোধীয় এলাকায় পৌঁছে দেখি আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে গ্রামের দুই শতাধিক নারী-পুরুষ ছুটে এসেছেন। আমরা সবার উপস্থিতিতে তাদের নিপীড়ন নির্যাতনের বর্ণনা শুনি এবং কিছু কথা লিপিবদ্ধ করি।

সাবিত্রী নামে একজন ভুক্তভোগীর বক্তব্য, পুলিশের সাথে সন্ত্রাসীরাও আসে। মহিলাদের অশীল ভাষায় গালিগালাজ করে। পারুল নামে একজনকে মারপিট করে। পলি সাহা আর পুর্ণিমাকে টেনে হিঁচড়ে পুলিশের গাড়ীতে তোলার চেষ্টা করা হয়। পারুল নামে একজন বাধা দিতে গেলে তাকেও প্রচন্ড মারধোর করে।

মালতীকেও মারধোর করে। তিনি পায়ে প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তার গরু লুট হয়েছে। মালতীর শাশুড়ী মানসিক নির্যাতনে মারা গেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিচারে সবাইকে পিটানো হয়েছে। মহিলাদের হাতের শাখা ভেঙে দেয়া হয়েছে।

গণেশ চন্দ্র নামে একজনের বাড়িতে আগুন দেয়া হয়। তার ২টা গরু লুট করে নিয়ে গিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আগুনে তার ঘর সবটা পুড়ে গেছে। মন্দিরের অংশ বিশেষ পুড়েছে এবং খরের গাদা পুড়ে গিয়েছে।

হামলার শিকার বিনোদিনীর স্বামী মুক্তিযোদ্ধা। তার ১টা ছাগল সম্বল ছিল। সেই ছাগলটা নিয়ে গেছে।

সিন্ধু রানীর ১টা গরু ছিল। সেটা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

এ জমিতে যারা বসবাস করেন তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ধানকাটা, গমকাটা, গাছ কাটা, পাওয়ার টিলার ভাংচুর, ভ্যান ভাংচুর, মোটর সাইকেল ভাংচুরের অভিযোগ ২০টির বেশী মিথ্যা মামলা দিয়েছে দখলবাজরা। অন্যদিকে ভুক্তভোগীরা ধরে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে রাস্তায় বের হতে পারেন না। থানায় গিয়ে মামলা করাও সম্ভব হয়নি। তারা শাক-সবজী বিক্রি করে খান। ধরে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে বাজারে শাক সবজি বিক্রি করতে যেতে পারেন না। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না। বড়রা বাড়ির বাইরে যেতে পারে না গ্রেপ্তার আতঙ্কে। রাতে পুলিশের সাথে সন্ত্রাসীরা আসে। এসে দরজা লাথি দেয় আর বলে দরজা খোল। অশীল ভাষায় গালিগালাজ করে। বলে আমরা আইনের লোক। দরজা খোল। বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ রাতে থাকতে পারেন না। মহিলারা রাতে ঘুমাতে পারেন না ভয়ে, আতঙ্কে, দুঃশ্চিন্তায়। এটা বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। অবরুদ্ধ। স্বাধীন দেশে এই রকম একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা অচিন্তনীয়। কোন জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী, সাবেক নেতা, বর্তমান নেতা কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি।

গোয়ালপাড়া পরিদর্শন শেষে আমরা পার্বতীপুর সদরে ফিরে আসি। এরপর সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় আমরা পূজা উদ্যাপন পরিষদ পাবর্তীপুর শাখার সভাপতি শচীন্দ্র নাথ সাহার বাসায় অভিযুক্ত এমদাদুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্য শুনি। তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। এরপর সন্ধ্যা সাতটায় পাবর্তীপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: মাহমুদুল আলমের সাথে তাঁর কার্যালয়ে দেখা করি। উনি বিষয়টি অবগত আছেন বলে জানান এবং দেখবেন বলে জানান। তার সাথে দেখা শেষ করে রাত ৯টায় পার্বতীপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তরফদার মাহমুদুর রহমান ও এসি (ল্যান্ড) জাহাঙ্গীর আলমের সাথে দেখা করি। এ সময় আমাদের সাথে ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের পার্বতীপুর উপজেলা শাখার প্রতিনিধি নীলকান্ত মোহন্ত, সাধারণ সম্পাদক দীপেশ চন্দ্র রায় ও পাবর্তীপুর পৌরসভার কাউন্সিলর কৈলাস প্রসাদ সেন।

ভোটদানের জের ॥ দশমিনায় কবিরাজ বাড়িতে সন্ত্রাসীদের তান্ডব

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার দশমিনা ইউপি নির্বাচন চলাকালে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নিবারণ কবিরাজ বাড়িতে হামলা চালিয়ে মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর করে।

॥ উত্তম কুমার দাস, পটুয়াখালী থেকে ॥

পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার দশমিনা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন (২২ মার্চ) চলাকালিন সময় দুপুর আনুমানিক দেড়টায় সময় স্থানীয় লক্ষ্মীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় ১২/১৪ টি মটর সাইকেলে করে দেশী তৈরী মারাত্মক অস্ত্র, হকিস্টিক এবং লাঠি সোটা নিয়ে ঐতিহ্যবাহী নিবারন কবিরাজ বাড়ির বিভিন্ন ঘরে হামলা চালিয়ে ঘরের আসবাবপত্র ও মন্দিরের প্রতিমা ভাঙ্গচুর করেছে দুর্বৃত্তরা।

সন্ত্রাসীরা অকথ্য ভাষায় মালাউন উলেখ করে গালাগাল দেয় এবং ভাংচুর করে। ঘরে আগুন দেয়া হয়। সন্ত্রাসীদের মার পিট থেকে মেয়ে-ছেলেরাও রেহাই পায়নি। সন্ত্রাসীদের ভয়ে লোকজন বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। তারা বিভিন্ন ঘরের আসবাবপত্র এবং ঘরের দরজা-জানালা ভাঙচুর করে। তারা ২ ঘন্টা ধরে এই তান্ডব চালায়।

পৃষ্ঠা ৭

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার নিবারন কবিরাজের বাড়িতে ২২ মার্চ ইউপি নির্বাচন চলাকালে সন্ত্রাসীদের হামলায় ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শন করেন সাংসদ আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন। এ সময় জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমবেত নারীরা সন্ত্রাসীদের তান্ডবের কথা বর্ণনা করছেন সাংসদের কাছে। তাঁরা এই ঘটনার বিচার দাবি করেন।

ছবি : উত্তম কুমার দাস

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় সম্পাদক : বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
০১৭১৫১৫৮৩৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার প্লাজা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।